সংবাদ

তারিখ: 04 APR 2014
পৃষ্ঠা ৭৭ কলাম ২

শাহরাস্তিতে প্রা. শিক্ষকদের বেতন উত্তোলনে লক্ষাধিক টাকা চাঁদা আদায়ের অভিযোগ

প্রতিনিধি, শাহরাস্তি (চাঁদপুর)

শাহরাস্তি উপজেলার রেজি. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ও বকেয়া বিল উত্তোলনের নামে করে রেজি. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক পরিচয়দানকারী আ. আজিজের বিরুদ্ধে লক্ষাধিক টাকা চাঁদা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রেজি. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জানায়: উপজেলার ২৬টি রেজি. ও ১টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১০৪ শিক্ষকের ২০১৩ সালের বকেয়া বেতন ও আনুষাঙ্গিক বিল উত্তোলনের জন্য উপজেলা রেজি. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক দাবি করে ফটিকখিরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আ. আজিজ প্রত্যেক শিক্ষকের কাছ থেকে ১ হাজার টাকা করে চাঁদা আদায় করছেন। এতে ১০৪ শিক্ষকের ১ হাজার টাকা করে ১ লাখ ৪ হাজার টাকা উত্তোলনের অভিযোগ উঠেছে। তারা আরও জানায়, আবদুল আজিজ জেলা শিক্ষা অফিস, উপজেলা শিক্ষা অফিস ও উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসের খরচের দোহাই দিয়ে প্রতিজন শিক্ষকের কাছ থেকে ১ হাজার টাকা করে আদায় করছেন। এছাড়া পূর্বেও আ. আজিজ ঢাকায় শিক্ষক সমাবেশ, চাঁদপুর শিক্ষক সমাবেশ, বেতন ও শিক্ষকদের আনুষাঙ্গিক বিল উত্তোলনের নাম দিয়ে জন প্রতি শিক্ষকের কাছ থেকে ৫০০-২০০০ টাকা পর্যন্ত হারে চাঁদা দাবি করে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন।

বিশ্বস্ত সূত্র জানায়, রেজি. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দোহাই দিয়ে আ. আজিজ মাসের ৩০ দিন উপজেলা পরিষদে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। তার চাকরিস্থল ফটিকখিরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিনিয়তই ক্লাস ফাঁকি দিয়ে আসছেন।

সরেজমিনে বিদ্যালয়ে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষক আ. আজিজের কথা জিজ্ঞেস করলে, ছাত্রছাত্রীরা আ. আজিজ নামে কোন শিক্ষককেই তারা চিনে না বলে জানায়।

এ বিষয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আক্তার হোসেন জানান, শিক্ষকদের কাছ থেকে অর্থ আদায় ও ক্লাস ফাঁকি দিলে, ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে অবশ্যই প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে। আমরা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখব।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আশ্রাফুজ্জামান জানান, প্রত্যেক শিক্ষকের নির্দিষ্ট ব্যাংক একাউন্টে টাকা জমা হয়ে গেছে। কোন শিক্ষক বেতন ভাতা উত্তোলনে কারও সঙ্গে অবৈধ অর্থ লেনদেন করলে তাহা সম্পূর্ণই তাদের ব্যাপার। এছাড়া কোন শিক্ষক ক্লাস ফাঁকি দিলে, তার বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এ বিষয়ে আ. আজিজের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, শিক্ষকদের বকেয়া বেতন উত্তোলনে বিভিন্ন ধরনের খরচের যোগান দিতে হয়। সেজন্য আমরা কিছু টাকা আদায় করছি। তবে কাহারো কাছ থেকে এখনও টাকা আদায় করা হয়নি। শিক্ষকদের কাজে প্রায় সময়েই উপজেলায় থাকতে হয়। এতে দোষের কী।